তেপান্তর ৮

সূচিপত্র

সংহতির পথচলা: পথচলার সংহতি

সংহতিতে, তাত্ত্বিক বাঁকে বাঁকে
দেবর্ষি তালুকদার ১

বিজ্ঞান: পরিবেশ ও বিবর্তন

পুনর্ভাবনায় পরিবেশের বিজ্ঞান ও রাজনীতি
পার্থ চক্রবর্তী ৯

বিবর্তন: প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা
অরূপ ঢালী ৩০

অর্থনীতি: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র

অর্থনৈতিক সংকট: একটি সমাজতান্ত্রিক প্রেক্ষিত
রিচার্ড উল্‌ফ ৫৩

চীন — সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ
ব্যাসদেব দাশগুপ্ত ৭৮

খুচরো পাপ আর মলত্যাগ
দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪

রাজনীতি: মার্ক্সবাদ ও পরম্পরা

কথোপকথনে মার্ক্স ও গান্ধী
অঞ্জন চক্রবর্তী — অনুপ ধর ১৩৩

কৃষক কোন পথে
দেবর্ষি তালুকদার ১৬৪

নারীবাদ: নির্মাণ ও সংঘর্ষ

যৌন হিংস্রতা ও ন্যায়-বিচারের ধরন-ধারণ: দণ্ড নাকি পুনঃস্থাপন
রঞ্জিতা বিশ্বাস ও অরূপ ঢালী ২০৩

কর্মক্ষেত্রে স্ট্রেস ও নব্য-নারী
সমতা বিশ্বাস ২১৭

মনোসমীক্ষণে লিঙ্গ সাপেক্ষতা
বিদিশা মুখার্জী ২৩৫

মনন: চিকিৎসক ও রোগীর প্রেক্ষিত

ডাক্তার নারায়ণন ও বায়োসাইকোসোশ্যাল মডেল
মোহিত রণদীপ ২৪৯

সম্পর্কের অন্য খতিয়ান: নৈতিকতার পুনঃপাঠ
লাবণি রায় ২৫৫

ল্যাদখোর মধুপের ইতিবৃত্ত
সম্বিত বসু ২৬৬

অর্থনীতি: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র

অর্থনৈতিক সংকট: একটি সমাজতান্ত্রিক প্রেক্ষিত

রিচার্ড উল্‌ফ
[অনুবাদ: অতনু ঠাকুর]

আজকের পুঁজিবাদী সংকট কোনোভাবেই প্রকৃত অর্থে ধনতন্ত্রের সংকট নয়। যখন এই ব্যবস্থা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন, ঠিক সেই সময় ধনতন্ত্রের সংকট সত্যিই একটি সংকট হয়ে উঠবে কিনা তা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে আজকের অর্থনৈতিক মন্দা এবং তার থেকে উদ্ভূত সাধারণ মানুষের দুঃখ ও কষ্ট, তাদের রাগ এবং প্রতিরোধ। দ্বিতীয় বিষয় হল এই সংকট কাটানোর জন্য গৃহীত নীতিগুলো; সেগুলোর প্রভাব এবং সেই সম্পর্কে মানুষের মতামত। চূড়ান্তপর্বে এই সংকট সত্যিকারের ধনতন্ত্রের সংকট হয়ে উঠবে কিনা সেটা নির্ভর করে সমাজতন্ত্রীরা কীভাবে এই সংকটকে ব্যাখ্যা করছে এবং কীভাবে নিজেদের নিয়োজিত করছে তার উপর।

এখানে আমরা আলোচনা করতে চাইব (আসলে বলতে চাইব) যে সমাজতান্ত্রিক প্রকৌশল মূলত নির্ভর করে ধনতন্ত্রের বাইরের এবং ভিতরের সংকট-এর দ্বন্দ্বমূলক অবস্থানের উপর। ধনতন্ত্রের ভিতরের সংকট যথেষ্ট সহনশীল একটা সমস্যা, কখনো কখনো কেবলমাত্র ধনতন্ত্রের চেহারার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সংকটের একটা মোটামুটি সমাধান করা সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে, এই মুহূর্তে আমেরিকার ঘটনা সর্বাপেক্ষা প্রাসঙ্গিক; যেখানে বেসরকারী পুঁজিবাদের (অপেক্ষাকৃত কম সরকারী হস্তক্ষেপ এবং উৎপাদনশীল সম্পত্তির এবং বাজারের উপর কম সরকারী নিয়ন্ত্রণ) মধ্যেকার সংকট রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী (যেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অপেক্ষাকৃত বেশি) পরিবর্তনে প্ররোচিত করে। ঠিক একই ভাবে যখন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অপেক্ষাকৃত বেশি,

সেই ধরনের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংকট তৈরী হলে (যেমন হয়েছিল আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং অনেক অনুন্নত অর্থনীতিতে ১৯৭০ সালে) তার 'সমাধান' খোঁজা হয় বেসরকারী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। ফলে সমাজতান্ত্রিকদের ধনতন্ত্রের সমালোচনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষ করে কোনো একটির পক্ষ নিয়ে অন্যটির সমালোচনা করলে, বিশেষ করে সংকটের সময়, তা সমালোচনার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই হবে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের যে অবদান — যে সমালোচনা দু-ধরনের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই বাতিল করে — তা হারিয়ে যায় এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের পদ্ধতিটিও ধাক্কা খায়।

পুঁজিবাদের দোদুল্যমানতা

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুটি পর্যায়ের মধ্যের দোদুল্যমানতা সর্বব্যাপী। একটা পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল অপেক্ষাকৃত কম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। এই পর্যায়ের কতকগুলি অতিপরিচিত শব্দবন্ধ হলো মুক্ত বাজার (Laissez faire), নিও-লিবারাল, ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রী এবং সংরক্ষণ। এই পর্যায়কে পরবর্তী সময়ে আমরা 'বেসরকারী'/ব্যক্তিগত এই শব্দবন্ধ দিয়ে নির্দিষ্ট করব। এই পর্যায়ের উদাহরণগুলির মধ্যে যেমন মধ্যপন্থার অবস্থান পাওয়া যায় — আজকের ইউরোপ হচ্ছে তার মস্ত বড় উদাহরণ, যেখানে রাষ্ট্রের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ বজায় আছে — তেমনি অতি চরমপন্থার উদাহরণও পাওয়া যায়। যেমন গত ২০ বছরের অ্যাংলো-আমেরিকান অর্থনীতি যেখানে সর্বব্যাপী বেসরকারীকরণ, প্রভূত পরিমাণে কর ছাড় এবং নিয়মিতভাবে অনিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকাকেই গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে।

ধনতন্ত্রের অন্য পর্যায়টিতে রাষ্ট্রের উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী এবং সেই উপস্থিতি অনুভূত হয় কর ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক নিয়মনীতির মধ্যে দিয়ে এবং সর্বোপরি মোটামুটি উদ্যোগগুলির মালিকানা এবং কার্যপ্রণালীর মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের মধ্যে দিয়ে। 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করব পরবর্তী সময় এই পর্যায়টিকে চিহ্নিত করতে। এই পর্যায়ের ক্ষেত্রেও যেমন মধ্যপন্থার উদাহরণ পাওয়া যায়, তেমন চরমপন্থার উদাহরণ হিসাবে অগ্রগণ্য হচ্ছে আমেরিকার নিউ ডিল (New Deal) এবং ১৯৪৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক গণতন্ত্র। চরমপন্থার উদাহরণ হচ্ছে সেটাই যেখানে সমাজের বেশিরভাগ উৎপাদনশীল উদ্যোগে সরকারী মালিকানা আছে এবং তাদের কার্যপ্রণালীর মধ্যেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য

করা যায়।[১]

পুঁজিবাদের ইতিহাসে কোনো পর্যায়ই এক থেকে দুদশকের বেশী স্থায়ী হয়নি। কিছু প্রান্তিক ছোট ছোট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা পর্যায়, সেটা 'সরকারী' বা 'বেসরকারী' যেটাই হোক, বেশ কিছু বাণিজ্য চক্র (Business Cycle) এবং সমস্যাকে কাটিয়ে ওঠে ঠিকই কিন্তু এই বাণিজ্যচক্রগুলি এবং সমস্যাগুলি ঘনীভূত হতে হতে এমন একটা সংকটের আকার ধারণ করে, যা শেষ পর্যন্ত একটা পর্যায়কে অন্য পর্যায়ে পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক আন্দোলনকে সূচিত করে। আজ হোক বা কাল, এই পরিবর্তন ঘটে। তারপর আবার কিছু দশক পরে এই পদ্ধতিটির পুনরাবৃত্তি ঘটে কিন্তু এবার উল্টো দিক থেকে।

উভয়দিকের পরিবর্তনই সাধারণভাবে একই রকমের সমালোচনা ও চাহিদার সম্মুখীন হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ১৯২৯ সালের পরের আমেরিকার মন্দার কথা। যখন অনেক সমালোচকই অভিযুক্ত করেছিলেন সংকটাকীর্ণ বেসরকারী পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক অপব্যয় এবং অদক্ষতাকে, গভীর সামাজিক বৈষম্যকে এবং ক্রমহ্রাসমান কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং আয়ের থেকে উদ্ভূত গণতন্ত্রের প্রতি গভীর অবিশ্বাসকে। এই সমালোচনা প্রকৃত অর্থে যা চেয়েছিল তা হল সরকারী ধনতন্ত্রের দিকে পরিবর্তন এবং তাদের যুক্তি ছিল যে সরকারী ধনতন্ত্রই পারবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উন্নতি ঘটাতে, বৈষম্য দূর করতে এবং গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে এবং তারা এই পরিবর্তন ঘটাতে নিশ্চিতভাবে সফল হয়েছিল।

---

[১] রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তি মালিকের সঙ্গে মিলিতভাবে অথবা নিজেই কোনো উদ্যোগের মালিক হতে পারে। এই ব্যবস্থাটাকে আমরা রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী বলে অভিহিত করার কারণ হল যে, এই ধরনের ব্যবস্থায় উৎপাদনের কাঠামো, যেখানে শ্রমিক উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে এবং না-শ্রমিকরা তা আহরণ ও বণ্টন করে, সেটার কোনো পরিবর্তন হয় না। সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা হাত বদল ঘটে ঠিকই, বেসরকারী হাত থেকে রাষ্ট্রের হাতে যায়, কিন্তু উৎপাদনের উদ্বৃত্তের আহরকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় কোনো দল বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পছন্দসই কর্মাধিকারিকরা, শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে (যেমন বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স) সরিয়ে দিয়ে। বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের পরিবর্তনকে 'সমাজবাদী' অথবা 'কমিউনিজ্ম' বলে অভিহিত করার একটা প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও আমরা সেটাকেই বলছি বেসরকারী থেকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তন। এই আলোচনায় বিশদভাবে পাওয়া যেতে পারে রেস্‌নিক ও উলফ্-এর USSR-এর ইতিহাস (২০০২)-এ।

একইভাবে ১৯৭০ সালে যখন একটা মারাত্মক রকমের স্ট্যাগফ্লেশন (Stagflation) সরকারী ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তোলে, তখন তার সমালোচনা যা দাবী করেছিল তা সরকারী থেকে বেসরকারী ধনতন্ত্রের দিকে প্রতিসরণ ছাড়া আর কিছুই না। তারা সর্বসমক্ষে সরকারী ধনতন্ত্রের অপব্যয় ও অদক্ষতাকে অভিযুক্ত করেছিল, শ্রমিকদের ক্রমহ্রাসমান প্রকৃত আয়ের জন্য এই ব্যবস্থাকে দোষী সাবস্ত করেছিল এবং সর্বোপরি এই ব্যবস্থার মধ্যে উপস্থিত 'রাষ্ট্র-কেন্দ্রিকতার' প্রবণতাকে অগণতান্ত্রিক বলে আক্রমণ করেছিল। এরাও সফল হয়েছিল এদের অভিষ্ট পরিবর্তন আনতে।

বেসরকারী এবং রাষ্ট্রীয় এই দুটোই একই ধনতন্ত্রের দুটো আলাদা রূপ কারণ, উদ্যোগের অন্তর্বর্তী উৎপাদনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য দুটোর মধ্যেই বিদ্যমান এবং তা হল কিছু শ্রমিক উদ্বৃত্ত তৈরি করছে আর কিছু অন্য লোক তা আহরণ ও বণ্টন করছে। বেসরকারী ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই অন্য লোকটি হচ্ছে সাধারণভাবে সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors), যারা শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং তাদের কাছেই দায়বদ্ধ থাকে। অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে এই তথাকথিত অন্য লোকগুলি দায়বদ্ধ থাকে শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে সরকারী আধিকারিকদের কাছেও। অথবা খুব চূড়ান্ত ক্ষেত্রে শুধুই সরকারী আধিকারিকদের কাছে, অথবা এই অন্য লোকগুলি সরকারের শাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে এমনভাবে মিশে যেতে পারে যার ফলে সরকারী আধিকারিকরাই পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং শেয়ারহোল্ডারের আর কোনো অস্তিত্বই থাকে না। উদ্বৃত্ত আহরণ এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার যে পদ্ধতি সেটা ধনতন্ত্রের এই দোদুল্যমানতার জন্য বন্ধ হয়ে যায় না; উদ্বৃত্তের আহরণ ও বণ্টন অন্যের হাতেই থেকে যায়। অর্থাৎ ধনতন্ত্রের রূপ পরিবর্তন হলেও তা প্রকৃতঅর্থে ধনতন্ত্র-ই থেকে যায়।

বেসরকারী ধনতন্ত্রে আজকের সংকট

২০০৫ সাল পর্যন্ত কর ছাড়, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারীকরণের মতো কিছু ছোট খাটো প্রান্তিক পরিবর্তন করেই আমেরিকার বেসরকারী ধনতন্ত্র তিন দশক ধরে বিভিন্ন বাণিজ্য চক্র এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েও বহাল তবিয়তে টিকে থেকেছে। রেগন থেকে শুরু করে জর্জ বুশ পর্যন্ত সময়কাল ধরে বেসরকারী ধনতন্ত্র আরো বেশি সমৃদ্ধশালী হয়েছে। প্রকৃত মজুরীর ক্রমবর্ধমানতার বহুদিনের যে ঐতিহ্য আমেরিকার ছিল (১৮২০-১৯৭০)

তাকে আংশিকভাবে আটকে দেওয়াটাও এই সাফল্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ[২]। বাজারের অনিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায় ভর্তুকি দেওয়া, এবং বাণিজ্য সহায়ক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি গ্রহণ (এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে একটি নির্দিষ্ট ধরণের বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া যা শুধু নতুন নতুন দিকই খুলে দেয়নি, তাকে সুপ্রশস্ত করেছিল) এই দশকগুলি ধরে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করেছিল। এর ফলে আমেরিকায় ঘণ্টা প্রতি মজুরীর পরিমাণ স্থির হয়ে গেলেও ঘণ্টা প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই মজুরীর তুলনায় লাভের অংশ অত্যধিক বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে থাকে ধনদৌলত এবং আয়ের বৈষম্য[৩]।

১৯৭৫ সালের পরবর্তী সময়ে আমেরিকার বেসরকারী ধনতন্ত্রের বিপক্ষে শ্রম এবং পুঁজির প্রতিক্রিয়া ছিল দুরকম। শ্রমিকদের আশা আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও প্রকৃত মজুরীর বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে শ্রমিকরা একটা দিশাহীন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান ভোগের ব্যাপারে গভীরভাবে বিশ্বাসী মানুষগুলো, যাদের মজুরী আর বাড়ছিল না, ক্রমবর্ধমান ভোগব্যয় বহন করার দুটো উপায় খুঁজে বার করেছিল। প্রথমত তারা আরো আরো বেশি পরিশ্রম করা শুরু করল। পরিবারের অন্য সদস্যরাও আরো আরো বেশী পরিশ্রম করা শুরু করল যাতে করে মজুরীর হার স্থিতাবস্থায় থাকলেও আরো বেশী আয় ঘরে আসে। ২০০৪ সালের মধ্যেই আমেরিকাতে প্রত্যেক শ্রমিকের ক্ষেত্রে কাজ করার বার্ষিক গড় সময় ছিল ১৮১৭ ঘন্টা যেখানে সেই সময় জার্মানিতে এটা ছিল ১৪৪৬ ঘণ্টা, অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশের একটা পার্থক্য[৪]।

---

[২] ১৮২০ থেকে ১৯৭০ এই সময়কাল ধরে আমেরিকায় গড় প্রকৃত মজুরী প্রত্যেক দশকেই বাড়ত। আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণি খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করত এবং আশাও করত যে তাদের সন্তান-সন্ততিরা তাদের থেকেও ভালোভাবে বাঁচবে (আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে)। সাধারণ জনগণ এবং কিছু গোষ্ঠী (যেমন অভিবাসিত জনগণ) তাদের আত্মমর্যাদা এবং সাফল্যের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করত ক্রমবর্ধমান ভোগব্যয়কে। ১৯৭০ দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ক্রমবর্ধমান প্রকৃত মজুরীর এই দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে দাঁড়ি পড়ে; তখন থেকেই প্রকৃত মজুরীর স্থিতাবস্থায় চূড়ান্ত ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়।

[৩] লাভের অভাবনীয় বৃদ্ধি এবং তা কীভাবে আয় ও সম্পদের বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলল সে সম্পর্কে বিশেষভাবে কার্যকরী সংখ্যাতত্ত্বের একটা গবেষণা পাওয়া যায় Willis and Wroblewski (2007)-তে।

[৪] এমনকী ইংল্যান্ডেও ২০০৪ সালে শ্রমিক প্রতি গড়ে বার্ষিক শ্রমঘণ্টা ছিল ১৬১৯। শ্রমঘণ্টার এই পরিসংখ্যান তৈরি করেছে OECD এবং Conference Board। এর জন্য দেখা যেতে পারে Groningen Growth and Development Centre (www.ggdc.net) এবং Baker (2007: 24-25)।

অতিরিক্ত পরিশ্রম যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণে অতিরিক্ত আয় তৈরী করতে পারছিল না সেহেতু এই শ্রমিকরা ক্রমবর্ধমান পারিবারিক ভোগব্যয় মেটানোর ক্ষেত্রে একটি দ্বিতীয় পথকে বেছে নিল। তারা যে পরিমান ঋণ নিতে লাগল (বন্ধক এবং ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে), যা এযাবৎকাল কোনো জাতীয় শ্রমিক নেয় নি। ফেডারেল রিজার্ভের মতানুসারে ১৯৮৪ সালে আমেরিকায় পারিবারিক ঋণের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ডিসপোজেব্‌ল (disposable) আয়ের ৬০ শতাংশ, যা ২০০৭ সালের মধ্যে বেড়ে দাঁড়ায় ১২০ শতাংশে[৫]। অথচ ১৯২৯ সালে যখন আমেরিকার অর্থনীতি মহামন্দার শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল তখন পারিবারিক ঋণের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ডিসপোজেব্‌ল আয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ। এর ফলে মধ্য সত্তরের দশক থেকে নিয়োগকারীরা শ্রমিকদের বেশি মজুরির পরিবর্তে বেশি ঋণ দেওয়া শুরু করে। এই পরিবর্তন নিয়োগকারীদের জন্য এবং ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত স্টক মার্কেটের জন্যই অবশ্যম্ভাবী ভাবে লাভের সুযোগ তৈরী করে। কিন্তু একই সঙ্গে শ্রমিকদের জন্য তা একটা ক্ষতিকারক পরিস্থিতি তৈরি করে।

আজ আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণি দুটি মূল সমস্যার সম্মুখীন: প্রথমত, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে তারা শারীরিকভাবে নিঃশেষিত এবং দ্বিতীয়ত, অসহনীয় ঋণের ভারে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। এই সময়কালে আরেকটা বিষয় ক্রমশ সামনে আসতে থাকে সেটা হল আগের সরকারী ধনতন্ত্রের সময় অর্জিত সুযোগ-সুবিধাগুলো এবং রক্ষাকবচগুলো (রুজভেল্টের আমলে চালু হওয়া নিউ ডিল সামাজিক প্রকল্পগুলো, পরবর্তী সময় কেনেডি-জনসন সংস্কার প্রভৃতি) ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল এবং এর সঙ্গে এটাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে শ্রমিক সংঘগুলো বা ডেমোক্রেটিক পার্টি কারোর পক্ষেই আর সেগুলো রক্ষা করা সম্ভব নয়। বঞ্চনা এবং পরিত্যক্ত হওয়ার অনুভূতি থেকে অসংখ্য শ্রমিক শ্রমিক সংঘ থেকে, ডেমোক্রেটিক পার্টির থেকে, সাধারণভাবে রাজনীতির থেকে এবং সামাজিক সংগঠনের থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে (পুটনাম, ২০০০)। তারা নতুন করে ফিরে গেছে কাজ, আয়, ভোগ এবং পরিবারের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে। এদের মধ্যে কিছু তাদের পিতা, পিতামহের রাজনৈতিক ও শ্রমিকসংঘের কার্যাবলীর বদলে বেছে নিয়েছে ধর্মীয় মৌলবাদের পথ।

[৫] আমেরিকার শ্রমিকদের ঋণ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান এবং সেই সম্পর্কে ধারাভাষ্যের একটি অসামান্য প্রয়োজনীয় সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছিল ২০শে জুলাই ২০০৮-এর সংস্করণে। এই তথ্য আরো যে জায়গা থেকে পাওয়া যেতে পারে তা হল www.nytimes.com.debt।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে যদিও আমেরিকার ধনতন্ত্রের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থান বদলে যাচ্ছে তবুও তারা সঠিক ভাবে সেটার সামনাসামনি হতে পারছে না[৬]। বুশ প্রশাসন যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে বিপথে চালিত করতে পেরেছিলেন 'উগ্রপন্থা'-কে উপলক্ষ্য করে। যেহেতু উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণির জন্য কোনো সুখবর নিয়ে আসতে পারেনি ফলে বিপথে চালনার ক্ষেত্রে এর উপযোগিতাও ক্রমশ কমতে থাকে। যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হল বুশ প্রশাসনের ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তা এবং 'পরিবর্তন ও আশার' প্রতীক হিসাবে ওবামার উত্থান। এরই মধ্যে আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণির দুর্ভোগ আরো বাড়ে। স্থির মজুরি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, অসহনীয় ঋণের বোঝা, শক্তি ও খাদ্যসামগ্রীর বায়বীয় দামস্তর — এই সবকিছুই আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণির কাছে একটা যেন 'শক্ থেরাপির' মত। কোনো দূর দিগন্তেও তারা জীবন যাত্রার এই নিম্নগামিতার শেষ দেখতে পাচ্ছে না।

অন্য দিকে পুঁজির ক্ষেত্রে ১৯৭০ সালে আমেরিকার ধনতন্ত্রের এই বেসরকারী পর্যায়ে পরিবর্তন এক স্বপ্ন পূরণের আশাকে উজ্জীবিত করেছিল। ১৯৩০ সালে মহামন্দার ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়েছিল ধনতন্ত্রের শেষ বেসরকারী পর্যায় এবং সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হয়েছিল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের উত্থানের মধ্য দিয়ে (নিউ ডিল যার উদাহরণ)। আর এই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুঁজিপতি উদ্যোগগুলির পরিচালকমণ্ডলীর উপর কায়েম করেছিল বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণবিধি, চালু করেছিল বিভিন্ন ধরনের কর এবং এইসবের মধ্যে দিয়ে পরিচালকমণ্ডলীর কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করেছিল। এইসব নিয়ন্ত্রণবিধি ও কর চালু হবার প্রথম দিন থেকেই ব্যবসায়ীরা এইগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার কৌশল খুঁজতে শুরু করেছিল। ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিউ ডিল-এর মত প্রকল্পকে গুটিয়ে দেওয়া (আর এটা অবশ্যম্ভাবীভাবে নির্ভর করত এই গুটিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া বন্ধ করার ক্ষেত্রে আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে কত তাড়াতাড়ি অনীহা বা অক্ষমতা তৈরি হচ্ছে তার উপর)। ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের প্রকৌশল ছিল ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপগুলিকে পুরোপুরি

[৬] ধীরে কিন্তু খুব দৃঢ়ভাবেই শিক্ষায়তনের এবং এমনকি সংবাদমাধ্যমের ধারাভাষ্যকারীরা ক্রমশ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছিল যে উপর উপর হলেও শ্রমিক শ্রেণির অবস্থানগত একটা পরিবর্তন ঘটেছে। এর জন্য উদাহরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে Leicht and Fitzgerald (2007)।

বিলুপ্ত করার পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং আদর্শগত সহযোগিতার একটা বাতাবরণ তৈরি করা। ১৯৭০ সালের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সংকটের প্রেক্ষিতে ব্যবসায়ী-পুঁজিপতি শ্রেণি আগের এড়িয়ে যাওয়ার কৌশলকে বদলে ফেলেছিল সম্পূর্ণ বিলুপ্তিকরণের কৌশলে। ১৯৮০ সালে শুরু হওয়া 'রেগান বিপ্লব'-এর এটাই ছিল মূল প্রতিপাদ্য। এর ঠিক পরে মজুরীর স্থিতাবস্থা এবং বিশ্বায়নের সঙ্গে লাভজনকতার একটা ঐতিহাসিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

দ্রুত বাড়তে থাকা ব্যবসায়ী লাভের মধ্যে সাধারণ স্টকের (common stock) অংশ ২০০০ সালের মধ্যে বিগত ২০ বছরের মধ্যে সর্বাধিকে পৌঁছে যায়। এই ধরনের হঠাৎ ফুলে ওঠা স্টক বাজার যেটা সবসময়ই করে তা হল এটা ক্রমবর্ধমান উন্মাদনাগ্রস্ত ফাটকা খেলাকে (''ডট কম বাব্‌ল'') প্রশয় দেয় এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে তার পেছনে পেছনে এসে পৌঁছোয় ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি (এনরন, টাইকো ইত্যাদি)। এবং আবারও এই ধনতান্ত্রিক সমৃদ্ধি সাধারণ স্টকের দামকে যে উচ্চতায় তুলে নিয়ে যায় তা উচ্চ ও ক্রমবর্ধমান লাভ যে দাম আশা করে তার তুলনায় অনেক বেশি। হঠাৎ সমৃদ্ধ হওয়া স্টকের বাজার একটা বুদবুদে পরিণত হয়ে শেষমেশ ফেটে যায়। যারা আরো বেশি দাম বাড়ার আশায় স্টক কিনেছিল তারা হঠাৎই আরো দাম কমে যাওয়ার আগে তড়িঘড়ি বিক্রি করে দিতে উদ্যোগী হল। উন্নতিই পতনের সূচনা করেছিল। ২০০০ সালের গোড়ার দিকে বহুদিনের সমৃদ্ধশালী স্টকের বাজার ভেঙ্গে পড়েছিল এবং আজ পর্যন্ত তা ঘুরে দাড়াতে পারেনি।

২০০০ সালের আমেরিকার স্টক বাজারের এই পতনের ফলে বিনিয়োগকারীরা একটা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন বাজারের মধ্যে একটা যোগাযোগ থাকে আর সেই কারণেই এই ক্ষতি বিভিন্ন বাজারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে যা শেষ পর্যন্ত সমগ্র অর্থনীতি জুড়ে একটা মন্দার আবহাওয়া তৈরি করে। বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো সাহায্যের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। যদিও রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রে পরিবর্তন তাদের কাছে কোন ভাবেই কাম্য নয়; তবুও বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো রিপাবলিকান প্রশাসনের কাছে মন্দা আটকানোর জন্য দাবী জানায়। ফেডারেল রিজার্ভ এই প্রেক্ষিতে সুদের হার সবথেকে বেশী কমিয়ে দিয়েছিল যা আমেরিকার এযাবৎকালের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি এবং অর্থনীতিতে ডলারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল একটাই যাতে করে আমেরিকায় ব্যবসায়ীগণ এবং পরিবারগুলি আরো বেশি পরিমাণ ঋণ (যা তারা ব্যয় করবে আশা করা যায়) নিতে পারে যা স্টক বাজারের পতন থেকে উদ্ভূত মন্দাকে ঠেকাতে পারে। এক কথায় বলা যায় যে আমেরিকার

পুঁজিবাদের বেসরকারী পর্যায়ের এই গভীর বিপর্যয় কতকগুলি পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। এই পরিবর্তনগুলো পরিকল্পিত হয়েছিল অর্থনৈতিক সংকটকে বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের পরিবর্তনকে এড়ানোর জন্য।

কিছুদিনের জন্য, মোটামুটি ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত, এই ধরনের ছোটখাটো পরিবর্তন মন্দাকে খুব একটা ছড়িয়ে পড়তেও দেয়নি এবং গভীর হতেও দেয়নি। ঋণের পরিমাণ বেড়েছিল ঠিকই কিন্তু তা প্রধানত চলে গিয়েছিল স্থাবর সম্পত্তির ব্যবসায়। অবধারিত ভাবে স্থাবর সম্পত্তির দাম বেড়েছিল এবং স্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত সমস্ত শিল্পই (অর্থ, নির্মাণ শিল্প, আসবাবপত্র উৎপাদন, সরঞ্জাম, গৃহস্থালির পরিকাঠামো, সম্পত্তি, বীমা এবং আরো কিছু) ফুলে ফেঁপে (Boom) উঠেছিল। আমেরিকার প্রধান ব্যাঙ্ক এবং দালাল সংস্থানগুলি সমস্ত ধরনের ঋণগুলিকে (বন্ধক, গাড়ির ঋণ, ব্যবসায়ী ঋণ, শিক্ষা ঋণ এবং ক্রেডিট কার্ডের ঋণ) 'অ্যাসেট বেস্‌ড সিকিউরিটিস' বা ABS এই নামের একটা মোড়কের মধ্যে নিয়ে এসে প্রভূত লাভ করেছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে এটাকে বিক্রি করতে গিয়ে অনেক সময় ঠিকঠাকভাবে ঝুঁকির মূল্যায়ন করা হয়নি এবং শুধু তা নয়, অনেক সময় তা কম করেও দেখানো হয়েছে। পুঁজিবাদের এই হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ওঠার কারণেই ফাটকাবাজার স্থাবর সম্পত্তি কিনে তা কিছুদিন বাদে বেশি দামে বিক্রি করে দিচ্ছিল এবং এরই দোসর হিসাবে আসে দুর্নীতি (ঝুঁকি সম্পর্কে মিথ্যা মূল্যায়ন, সেই সমস্ত লোককে ঋণ দেওয়া যারা ঋণ পাওয়ার যোগ্যই নয় হয়তো, ইত্যাদি)। স্থাবর সম্পত্তির এই ক্রমবর্ধমান মূল্য একে ফুলে উঠতে থাকা ঋণের বাজারে আরো বেশী ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে জমানত হিসাবে যথেষ্ট মূল্যবান করে তুলেছিল। স্থাবর সম্পত্তির এই সমৃদ্ধি ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এক বিরাট বুদবুদে (bubble) পরিণত হয়।

২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তির এই সমৃদ্ধি ২০০০ সালের স্টকের বাজারে উদ্ভূত সমস্যাকে সাময়িকভাবে আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ২০০১ সালে যে সংকট তৈরি হওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল তাকে আরো কিছু বছরের জন্য ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল স্থাবর সম্পত্তির এই সমৃদ্ধি। ২০০৭ সালে যখন স্থাবর সম্পত্তির এই বুদবুদ ফেটে গেল তখন বেসরকারী পুঁজিবাদের সংকটযুক্ত পরিপূর্ণ চেহারাটা সামনে আসতে শুরু করল। ABS বহু লোককে ঋণ দিয়েছিল যারা কোনো দিনই তা শোধ করতে পারবে না — এটা জানার পর স্থাবর সম্পত্তির ব্যবসা তো বাড়েইনি বরং তা সঙ্কুচিত হয়েছিল। দাম বাড়া তো দূরের কথা,

দাম ক্রমশ কমতে থাকছিল। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি এবং দালাল সংস্থাগুলি এক বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং যার ফলে ঋণ নিতে পারে এমন গ্রাহকদেরও তারা ঋণ দিতে সক্ষম ছিল না এবং ইচ্ছুকও ছিল না। স্থাবর সম্পত্তির সমৃদ্ধির এই পরিসম্পাতির ফলে যারা সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; বরং বলা যায় ভেঙে পড়েছিল, সেগুলি হল সেই সব শিল্প যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থাবর সম্পত্তির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল বা নির্ভর করত। এবং এর সঙ্গে ছিল সাধারণ ঋণের ক্রমহ্রাসমানতা — এই দুইয়ে মিলে বিশ্ব অর্থনীতিকে এক ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির সামনে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছিল।

অন্য কোনো ক্ষেত্রেই আর কোনো সমৃদ্ধি ঘটছিল না যা স্থাবর সম্পত্তির বুদবুদের ফেটে যাওয়ার থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারে। ১৯৭০ সাল থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল পুঁজিবাদের বেসরকারী পর্যায়ের অন্তঃস্থ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বগুলো যেমন অত্যধিক ঋণের ভারে শ্রমিক শ্রেণি, অপরিশোধিত ঋণ নিয়ে ব্যাঙ্ক ও দালাল সংস্থাগুলো, অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য খুব ছোটোখাটো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অক্ষম সরকার, এবং এগুলিই শেষ পর্যন্ত সংকটের জন্ম দেয়। দেশীয় অর্থনীতির সমস্যা ক্রমশ বাড়ছিল, অনাদায়ী ঋণের জন্য সম্পত্তি ক্রোক, দেউলিয়াপনা, বেকারত্বের মত বিভিন্ন ক্ষেত্রের সূচক ২০০৯ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ক্রমশ বাড়ছিল। বিদেশী ব্যবসায়ীরা, সাধারণ মানুষ এবং সরকারগুলো আমেরিকার বেসরকারী পুঁজিবাদের দুর্বলতা ও ভেঙ্গে পড়ার থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির থেকে নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা করছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, তিনটি মুখ্য অর্থনৈতিক চালচিত্রের মধ্যে কোনটি প্রকৃত পক্ষে ঘটবে? প্রথম সম্ভাবনা: প্রচলিত বেসরকারী পুঁজিবাদ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য অন্য কোনো পথ খুঁজে পেলো। দ্বিতীয় সম্ভাবনা: ওবামা বাধ্য হলেন আরেকটি নতুন ‘নিউ ডিল’ গ্রহণ করতে যাতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তন সম্ভব হয়[৭]। তৃতীয় সম্ভাবনা: আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণি উপরোক্ত দুটো সম্ভাবনাকে বাতিল করল এবং দুটিরই বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য কোনো বিকল্পের খোঁজ শুরু করল।

---

[৭] এই ধরনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ একবার ডানপন্থী, এমনকি ফ্যাসিস্ট অথবা রুজভেল্টের নিউ ডিল বা ইউরোপের সামাজিক গণতন্ত্রের মত তথাকথিত বামপন্থী চেহারা নিতে পারে। যেহেতু এই সময়ে শেষের সম্ভাবনাটাই অতি প্রবল সেই জন্যই এই লেখা সেই বিষয়ে মনোযোগ দিতে চাইছে।

প্রথম প্রকৌশল: রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পরিবর্তন ঠেকানো

পূর্বোক্ত সংকটের মুহূর্তগুলির মতই যখন পুঁজিবাদের দুটি প্রকারের মধ্যে দোলাচল সম্ভব, তখন প্রচলিত প্রকারের সমর্থকরা আপ্রাণ চেষ্টা করত অন্য প্রকারে পরিবর্তনকে আটকাতে। আজকের বেসরকারী পুঁজিবাদের সমর্থকরা যে সহযোগিতা পাচ্ছে তার কারণ হল বিগত তিরিশ বছর ধরে আমেরিকার সমাজে চলতে থাকা এক লাগাতার মগজ ধোলাই, যার মধ্যে দিয়ে সাধারণ আমেরিকানদের মধ্যে বদ্ধমূল করা হল এই বিশ্বাস যে, বেসরকারী পুঁজিবাদ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ অপেক্ষা অনেক ভালো। বিগত ২৫ বছরে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং আরও অনেকেই পরিষ্কারভাবে রাজনৈতিক ডানপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তারা অনেক সময়ই বেসরকারী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একটা কার্যকরী সমালোচনা ভাবা এবং প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ধ্যানধারণা এবং শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে সংস্রব হারিয়ে ফেলেছে (McCarty, Pool and Rosenthal 2008)। বেশিরভাগ ব্যবসায়ী সংগঠন এবং তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাগুলো, যার মধ্যে যেমন ডেমোক্রাট আছে, তেমনই রিপাবলিকানও আছে, প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাদের কার্যাবলীর উপর নতুন করে চালু হওয়া নিয়ন্ত্রণবিধি, কর এবং সীমায়িতকরণের প্রস্তাবগুলোকে আটকাতে। শেষ বিচারে এর কারণ হল এই মুহূর্তে আমেরিকায় সাংগঠনিক বামপন্থা, যার মধ্যে আছে ডেমোক্রাটের একটা ছোট বামপন্থী অংশ, শ্রমিক সংগঠনগুলো এবং প্রান্তিকতায় অবস্থিত কিছু বামপন্থী। এবং এই বামপন্থী সংগঠন বিগত শতকের যে কোনো মুহূর্তের তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল এবং যার ফলে সমাজের উপর তাদের প্রভাব যথেষ্টই সীমিত।

আজকের আমেরিকায় বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলো, দালাল সংস্থানগুলো এবং বেশিরভাগ অর্থসংস্থানগুলো বর্তমান সংকট কাটানোর জন্য সরকারী হস্তক্ষেপের রূপরেখা তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে। ট্রেজারি সেক্রেটারি হেনরি পলসন, যিনি আগে ছিলেন Goldman Sachs Investment Bank-এ, Federal Reserve-এর চেয়ারম্যান বেন বারনেন্‌ক, প্রাক্তন অর্থনীতিবিদ বেসরকারী পুঁজিবাদের পক্ষ নিচ্ছেন এবং শুধু তাই নয়, New York Federal Reserve-এর প্রেসিডেন্ট Tim Geithner-এর সহায়তায় বুশ প্রশাসনের বিভিন্ন প্রকল্পের নির্দেশিকা তৈরি করছিলেন। পরবর্তী পর্যায় ওবামা পলসন-কে সরিয়ে দিয়ে Geithner-কে নিয়ে এসেছেন এবং তিনি বেন বারনেন্‌কের সঙ্গে মিলিতভাবে যেন একটা পথ খুঁজতে চাইছেন যার সাহায্যে সতর্ক এবং নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ মঙ্গলময় পুঁজিবাদে পরিবর্তন ব্যতিরেকেই

এই সমস্যার সমাধানের একটা দিক নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে।

বৃহৎ Bear Stearns-কে বন্ধ করে দেওয়া বা সন্দেহজনক ABS-এর পরিবর্তে ব্যাঙ্কগুলি এবং অন্যান্য করপোরেশনের বিরাট অর্থের ঋণ নেওয়ার মত কতকগুলি সরকারী হস্তক্ষেপ সংগঠিত করে Federal Reserve স্বয়ং। আমেরিকার ট্রেজারি প্রথম একটা কর ছাড়ের ব্যবস্থা করে খরচ বাড়ানোর জন্য এবং তার পর আমেরিকার দুটি বন্ধকী ঋণদান সংস্থা (Fannie Mae এবং Freddie Mac) যাদের স্টকের মূল্য ২০০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমেছিল তাদের উদ্ধারের জন্য একটি পরিকল্পনা করে যা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। অর্থনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সবথেকে হতাশাজনক যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, ২০০৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যেই অর্থনীতির অবস্থা তার থেকে অনেক বেশি খারাপ হয়েছিল। এই ঘটনায় নিও-লিবারাল আর্থিক সংস্থানগুলোর শীর্ষ নেতৃত্ব এবং উভয় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যৌথভাবে বাধ্য হয়েছিল আরো বেশি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সংগঠিত করতে। ২০০৯ সালে আমেরিকার বেসরকারী পুঁজিবাদের সংকট এতটাই গভীর ও ব্যাপক যে যতদিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তন ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকছে না।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের দিকে আরো বেশি করে ঠেলে দিচ্ছে তা হল একটা ঝুঁকি, যা তৈরি হচ্ছে সংকট থেকে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণির অসহনীয় মনোভাব। জীবন যাত্রার মানের আরো অবনতি, আয় ও সম্পদের বণ্টনের বৈষম্য আরো বেড়ে যাওয়া, এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার তলানিতে এসে ঠেকা — এই সবকিছুর জন্য বেসরকারী পুঁজিবাদকেই দায়ী করা হচ্ছে। এই অসন্তোষের ঢেউ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তনের পক্ষে একটি রাজনৈতিক সুনামির সম্ভাবনা তৈরী করছে।

দ্বিতীয় প্রকৌশল: রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তন

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তনের প্রকৌশলের পক্ষে সহযোগী শক্তিটি হল ডেমোক্রাট দলের একটা ছোট বামপন্থী অংশ, যা তৈরি হয়েছে শ্রমিক সংঘের নেতৃত্ব এবং অসংঘটিত কিছু নরমপন্থী শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে। একদিকে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণিকে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সংগঠিত করা। অন্যদিকে তারা সাহায্য চাইছে সেইসব ব্যবসায়িক নেতৃত্বের, যারা বেসরকারী পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখার পক্ষ থেকে নানা কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত যে ব্যবসায়িক নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের দিকে পরিবর্তনকে

মেনে নেয় কারণ তারা ভয় পায় যে বেসরকারী পুঁজিবাদের সংকট হয়তো সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদের বাইরের কোনো পরিবর্তনকে ডেকে আনবে।[৮]

এখানে ভীষণভাবে লক্ষণীয় যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থনকারীদের অনেকেই নিজেদের সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট বলে দাবী করেন, তাদের নিজেদের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও। ১৯৭০ সালে যখন বেসরকারী পুঁজিবাদকে সরিয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ তার জায়গা নিল তখন আমেরিকার রাজনীতি এবং সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে ডানপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সেইসময় সমাজবাদী ও কমিউনিস্টদের পূর্বতন পুঁজিবাদ বিরোধিতা বদলে গিয়েছিল বেসরকারী পুঁজিবাদ বিরোধিতায়। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তাদের আগ্রহ এবং তাত্ত্বিক দায়বদ্ধতা Marx থেকে Keynes-এর দিকে সরে গিয়েছিল[৯]। তাদের বেসরকারী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধাচরণ পুঁজিবাদ সঞ্চালনার ক্ষেত্রে আরো বেশি সরকারী হস্তক্ষেপের সুযোগের পথে সওয়াল করেছিল। রাষ্ট্রকৃত কল্যাণকর কাজকে তাদের সমর্থন, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পক্ষে পূর্বতন বামপন্থী যুক্তিগুলোরই পুনরাবৃত্তি। এই দলটির বর্তমান রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে এদের সাফল্য নিজেদের চেষ্টার তুলনায় অনেক বেশি নির্ভর করে সংকটের গভীরতার উপর, যা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের দিকে কোনো কেন্দ্রীয় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আটকানো অসম্ভব।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তনের জন্য সমস্ত প্রকৌশলের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় সমস্যা হল সেই সম্পর্কে সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে এবং বিশেষভাবে উগ্র সমর্থকদের মধ্যে গভীর অবিশ্বাস। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে ফিরে যাওয়ার লড়াইয়ের ভবিষ্যতকে খারিজ করে দিয়ে

[৮] জন ম্যানলে একটা বিশদ ঐতিহাসিক গবেষণা করতে চাইছেন, যেখানে তিনি খুঁজতে চাইছেন পুঁজিবাদের নিও-লিবারাল পর্যায়ের সংকট। যেটাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্র', তার উদ্ভব কেন হল এবং কীভাবেই বা এই উদ্ভবের কাহিনীটি বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। আমেরিকার কাহিনীর জন্য দেখা যেতে পারে ম্যানলে (২০০৩ এবং ২০০৭)।

[৯] এই পরিবর্তনটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান ছিল সভা-সমিতিতে পঠিত গবেষণাপত্রগুলির মধ্যে, জার্নালের লেখাগুলির মধ্যে, প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে এবং আরো অনেক কিছুর মধ্যে (University of Massachusetts-এর Political Economy Research Institute এই ধরনের অনেক উদাহরণ আমাদের সামনে হাজির করেছিল এবং এই ধরনের উদাহরণ বিশেষভাবে পাওয়া যায় এই Institute-এর ডিরেক্টর রবার্ট পোলিন (Robert Polin)-এর কাজের মধ্যে। কেন্দ্রবিন্দুটি পাল্টে গিয়েছিল বেসরকারী পুঁজিবাদের (যা প্রায়শই অভিহিত হত নিওলিবারালবাদ হিসাবে) দিকে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য Richard Westra ২০০৪ সালে যে গবেষণা করেছিলেন সেই গবেষণার ভাষ্য অনুসারে ডিসকোর্সের এই পরিবর্তন ঘটেছিল কারণ "সমস্ত শিবিরের ব্যর্থতায় পুঁজিবাদকে যথেষ্ট পরিমাণে সমস্যাসঙ্কুল করে তুলেছিল"।

এই অবিশ্বাসী প্রতিক্রিয়া হল: "আমরা সেখানে ছিলাম এবং যা হওয়ার হয়েছে"। তাদের যুক্তি পরম্পরা এখানে আরেকটু মনোযোগ দিয়ে বোঝা একান্ত জরুরী। আমেরিকার বেসরকারী পুঁজিবাদের শেষ মহাসংকট হল ১৯৩০ সালের মহামন্দা আর সেই সময় জনবিরোধিতা দু'ধরনের চেহারা নেয়: একটা ছিল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তনের পক্ষে আন্দোলন এবং আরেকটি আন্দোলন হল পুঁজিবাদকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করার জন্য। শ্রমিক শ্রেণির অভ্যন্তরে বামপন্থী ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে, সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে সংশোধন এবং বিপ্লবের মধ্যের চিরায়ত বিতর্ক শুধু নতুন করে ফিরে এসেছিল তাই নয়, তা তীব্র আকারও ধারণ করেছিল।

১৯৩০ সালে সংশোধনবাদ এবং বিপ্লবের মধ্যে বিতর্কে সংশোধনবাদ সম্পূর্ণভাবে জয়ী হয়েছিল। সেই সময় বেশিরভাগ শ্রমিক সংঘ, ডেমোক্রাটিক পার্টির সমর্থকের একটি বিশাল অংশ, অধিকাংশ পেশাদার সংগঠন এবং সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা বিষয়ে সহমত পোষণ করেছিল এবং সেটা হল যে সেই মূহূর্তে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তন অবধারিত ছিল এবং হয়তো একমাত্র লক্ষ্য যা অর্জন করা সম্ভব ছিল। বহুদিনের জন আন্দোলন এবং এক দশক ধরে চলতে থাকা মন্দার প্রভাবে আমেরিকার ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (FDR) যখন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের কৌশল গ্রহণ করলেন তাকে সমর্থন জানিয়েছিল (বেসরকারী পুঁজিবাদকে রেখে দেওয়ার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবার পর)।

এই ভাবে সামাজিক নিরাপত্তা, বেকারত্ব বীমা, গণ সরকারী নিয়োগ, ব্যবসায়ী কার্যকলাপের উপর লক্ষণীয় নিয়ন্ত্রণ এবং এইরকম আরো অনেক কিছুই প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পেয়েছিল। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আগের অনেক স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। নিউ ডিল-এর জন্য একদিকে যখন ব্যবসায়ী উদ্যোগগুলিকে একটা মূল্য চোকাতে হয়েছিল তখন অন্যদিকে এই নিউ ডিল কর্মচারী ও শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষের (নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপে) অনেক কিছুকেই শুধু প্রতিষ্ঠিত করেনি অনেক সময় শক্তিশালীও করেছিল। এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্য ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যে অসন্তুষ্ট হয়েছিল তা তারা পরিষ্কার জানিয়েছিল। যদিও FDR-কে সমর্থনের প্রশ্নে তারা দ্বিধাবিভক্ত ছিল। এই দ্বিধাবিভক্তিই FDR-কে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তনের পথকে কিছুটা হলেও মসৃণ করেছিল কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছিল ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অপছন্দকে কিছুটা জায়গা দিয়েই।

বেসরকারী কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা এবং রক্ষা করা হচ্ছে প্রথম মেনে নেওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বনির্বাচিত এবং বহুদিন ধরে ক্ষমতায় থাকা এই পরিচালকমণ্ডলী শেয়ার হোল্ডারদের ভূমিকাকে গৌণ করে তুলেছিল, যেন তাদের কাজ ছিল লভ্যাংশ পাওয়া (আইনত যা পরিচালকমণ্ডলীর বিবেচনাধীন), স্টক বাজারে খেলা, এবং বৎসরান্তে একবার নিয়ম মাফিক পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনে ভোট দেওয়া, যে নির্বাচন প্রকৃত অর্থে নিয়ন্ত্রিত হত পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা[১০]। মোটামুটি কোম্পানীর সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিচালকমণ্ডলী (অথবা তারা শুরু করে এবং নিষ্ক্রিয় শেয়ার মালিকগণ তা অনুমোদন করে)। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী হল সেই পুঁজিবাদী, যাদের কার্যকলাপ, স্বাধীনতা এবং ব্যবসায়িক পদ্ধতির উপর সর্বপ্রথম কোপ পড়েছিল নিউ ডিল-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তনের ফলে।

সবকিছু সত্ত্বেও পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানীর ক্ষমতার পিরামিডের শীর্ষস্থানটি দখলে রেখেছিল। পরিচালকমণ্ডলী উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ ও বন্টন করে (অথবা অর্থনৈতিক পরিভাষায় এটাই হচ্ছে লাভ যা পাওয়া যাচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রিত অর্থ বা মোট আয় থেকে মোট খরচ বাদ দিয়ে)। সাফল্যের জন্য পরিচালকমণ্ডলী যেখানে সম্ভব এবং যেভাবে সম্ভব সরকারী নিয়ন্ত্রণকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য উদ্দীপিত ছিল। যখনই কোনো রাজনৈতিক ভাবে সুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হত তখনই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণগুলো কমিয়ে বা সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে ফেলতে উদ্যোগী হত। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদও পরিচালকমণ্ডলীকে এমন একটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল যার ফলে তারাই সর্বপ্রথম উদ্বৃত্ত মূল্য/লাভ আহরণ করতে পারত এবং এর ফলে সেই আহরিত উদ্বৃত্ত/লাভ কী কারণে কাদের কাদের মধ্যে বণ্টিত হবে সে বিষয়েও পরিচালকমণ্ডলীর যথেষ্ট প্রভাব থাকত। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ পরিচালকমণ্ডলীকে একটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের নিরিখে যাতে করে তারা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া নিয়ন্ত্রণগুলো সরিয়ে ফেলতে উদ্যোগী হয়। প্রকৃত পক্ষে এই পরিচালকমণ্ডলীই শেষ পর্যন্ত আমেরিকার রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে পরিবর্তন করে বেসরকারী পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল।

---

[১০] আমেরিকা এবং তার বাইরের প্রচলিত ব্যবসায়িক (mainstream) লেখাপত্র ঘাঁটলে দেখা যায় যে (কার্ল ও মিন্স, ১৯৩২)-এর কাজের পরবর্তীকালে প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নিয়ন্ত্রণকারীদের (পরিচালকমণ্ডলী/Board of Directors) সঙ্গে মালিকদের (শেয়ারহোল্ডার) এই বিভাজন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বামপন্থী অবস্থান থেকে মার্ক্স ক্যাপিটালের তিন নম্বর ভলিউম 'জয়েন্ট স্টক' করপোরেশনের আলোচনার প্রেক্ষিতে এই ধরনের অনেক পর্যবেক্ষণের কথা বলেন কিন্তু অন্যরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছন।

আগে, বিশেষ করে ১৯৩০ সালে রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী সংস্কারের পরবর্তী সময়ে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট আন্দোলন করেছিল। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এড়িয়ে যাওয়াই ছিল একমাত্র লক্ষ্য; যদিও এড়িয়ে যাওয়ার এই যাত্রা মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়িয়েছিল কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে যখন কিছু নিয়ন্ত্রণকে কমানো হয়েছিল বা তুলে দেওয়া হয়েছিল (যেমন ১৯৪৭ সালে নেওয়া TAFT-Hartley আইন)। এই সময়ের মধ্যে সংরক্ষণবাদী পরিচালক মণ্ডলীর বেশির ভাগই বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিল যাতে করে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সামাজিক প্রভাবকে খাটো করে দেখানো যায়। বেসরকারী পুঁজিবাদের পক্ষে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ তৈরির লক্ষ্যে চিন্তাবিদদের, ডানপন্থী প্রকাশনা এবং রাজনীতিবিদদের, আদর্শবাদী শিক্ষাবিদদের এবং আরো অনেককেই প্রভূত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করা হয়েছিল (Burch, 1997)। ১৯৭০ এর দশকে আমেরিকার রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ যখন একটি গভীর সংকটের সম্মুখীন হল তখন একদিকে দুর্বল জনসমর্থন অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সংগঠিত সমর্থকদের কমে যাওয়া ক্ষমতা বেসরকারী পুঁজিবাদের পরিবর্তনকে যথেষ্ট ত্বরান্বিত করেছিল। এর ফলে ব্যবসায়ীদের প্রধান দাবি হল পূর্বতন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সময় চালু হওয়া সংস্কারগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, সমূলে উৎপাটিত করা। রিপাব্লিকানরা (রেগান, বুশ এবং বুশ) যথেষ্ট দ্রুততার সাথে এই দাবি পূরণ করে এবং ডেমোক্রাটরাও (ক্লিন্টন) এই দাবি পূরণ করে, কিন্তু কিছুটা হলেও ধীরে।

সংস্কারবাদের মধ্যেই মারাত্মক কিছু ভুল ছিল। নিউ ডিল নিজেই তার সবথেকে বড় শত্রু, কোম্পানীর পুঁজিবাদী পরিচালকমণ্ডলী তৈরি করেছিল এবং তাকে জায়গা করে দিয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকে সংস্কার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে বহু রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্ষেত্রেই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ইউরোপের সামাজিক গণতন্ত্রের কথা, যেখানে একই ভাবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে সরিয়ে বেসরকারী পুঁজিবাদ তার জায়গা করে নিয়েছিল হয়তো বা আমেরিকার তুলনায় কিছুটা ধীরে।

বেসরকারী পুঁজিবাদের এই ঘোরতর সংকটের সময় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে এর ব্যর্থতার ইতিহাস নিশ্চিতভাবেই একটা অবিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: একটা অন্য রকম প্রকল্পের কথা কীভাবে ভাবা যেতে পারে? এমন কোনো প্রকল্পের কথা কি আমরা ভাবতে পারি, যা একটু-আধটু পাল্টে বেসরকারী পুঁজিবাদকে রেখে দেওয়ার চেষ্টাও করবে বা আবার মূলগতভাবে অসুরক্ষিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তনের কথাও ভাববে না?

একটি নতুন কৌশল: ‘সংস্কার+’ ‘(Reform plus)’

সংস্কার বনাম বিপ্লব, বহুদিনের এই বামপন্থী তর্ক বিষয়টির একটা অসুস্থ মেরুকরণ ঘটিয়েছে। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, সংস্কার অথবা বিপ্লবের বদলে ভাবতে পারি একটা সংস্কার+-এর কথা, যেখানে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী সংস্কারগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্য অতিরিক্ত কিছু সংস্কার করা হবে, যা কোম্পানীর পুঁজিবাদী পরিচালকমণ্ডলীকে তাদের সেই অবস্থান থেকে সরিয়ে দেবে, যে অবস্থানকে তারা এই সংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করত।

বুদ্ধিমান সংস্কারবাদী এবং বিপ্লববাদী — সবাই এটা বোঝেন যে বিষয়টিকে হয় সংস্কার নয় বিপ্লব এই ভাবে রাখাটাই সমস্যা। বরং বিপ্লবকে একটু অন্যভাবে বোঝাটা সুবিধাজনক, যেখানে বিপ্লব সংস্কারকে সুরক্ষিত করার স্বার্থে সংস্কারের অতি প্রয়োজনীয় সহযোগী। চিরায়ত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী সংস্কারের ক্ষেত্রে নতুন বামপন্থী কৌশল হতেই পারে পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির অন্তর্বর্তী উৎপাদনে সংগঠনের পরিবর্তন। উদ্যোগগুলির অভ্যন্তরে শ্রমিকদের লক্ষ্য হতে পারে পরিচালকমণ্ডলীকে সরিয়ে সেই জায়গায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা।

উদ্যোগগুলির অভ্যন্তরে একটা ছোট সংখ্যালঘু অংশ যে উদ্বৃত্ত লাভকে আহরণ এবং বণ্টন করছে, তা তৈরি করছে সংখ্যাগুরু শ্রমিক শ্রেণি — এই অগণতান্ত্রিক বিভাজন হচ্ছে প্রধান সমস্যা। উদ্যোগগুলির গনতান্ত্রিকীকরণের এই নতুন কৌশল চাইবে আভ্যন্তরিক সংগঠনকে এমন ভাবে বদলে দিতে যাতে করে যারা উদ্বৃত্ত লাভ তৈরি করবে তারাই তা আহরণ করবে এবং সামাজিক ভাবে বণ্টন করবে। আর এটা ঘটতে গেলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কেবলমাত্র শ্রমিক নিয়ে গঠিত পরিচালকমণ্ডলীতে শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত এবং যথাযথ অংশগ্রহণ। উদ্বৃত্ত আহরণ ও বণ্টনের জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন তা শ্রমিক শ্রেণি শিখে নেবে যেভাবে অ-শ্রমিক পরিচালকরা শিখেছিলেন। যেভাবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য মানুষ একদিন রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল, ঠিক সেভাবেই নিজেদের তৈরি উদ্বৃত্ত বা লাভের উপর নিজেদের অধিকার কায়েম করার জন্য শ্রমিক একদিন পরিচালকমণ্ডলীকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

বেসরকারী এবং রাষ্ট্রীয় এই দুই ধরনের মধ্যে পুঁজিবাদের দোদুল্যমানতার প্রধান একটা কারণ হল পরিচালকমণ্ডলী সম্পর্কে শ্রমিকদের সহনীয় অবস্থান। এর ফলে পুঁজিবাদের দু’টি ধরনের মধ্যেই উপস্থিত একটা সাধারণ বিষয় যা অচলায়তনের মত তাকে ক্রমশ শ্রমিক শ্রেণি মেনে নিতে শুরু করেছে এবং সেই অচলায়তন হল উদ্যোগগুলির আভ্যন্তরিক কাঠামো যেখানে সংখ্যাগুরু শ্রমিক শ্রেণি তৈরি করছে উদ্বৃত্ত/লাভ আর তা আহরণ এবং বণ্টন করছে সংখ্যালঘুরা।

যদিও এই অচলায়তনই দু'ধরনের পুঁজিবাদের মধ্যেই সংকট এবং দোদুল্যমানতা তৈরি করছে। এই অচলায়তন সার্বিকভাবে চেষ্টা করে রাজনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে শ্রমিকদের দমিয়ে রাখার। উদ্যোগুলির গণতান্ত্রিকীকরণের মধ্যে দিয়ে এই অচলায়তনকে সরিয়ে ফেলতে পারলে সামাজিক গণতন্ত্রের ভবিষ্যত অনেক বেশি উজ্জ্বল হবে। ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য, যে যে কারণে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সংস্কার ব্যর্থ হয়েছিল ঠিক সেই একই কারণে কোম্পানীগুলিকে সমাজ এবং গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সামাজিকভাবে এবং গণতান্ত্রিকভাবে দায়বদ্ধ করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল। যে গোষ্ঠীটি উদ্যোগগুলির পরিচালকমণ্ডলী হিসাবে কাজ করে তারা সমাজের একটা ভীষণ ছোট অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সুযোগ এবং সম্পদ দুইই আছে, যা দিয়ে তারা 'জনমত গঠন' করতে পারে অথবা রাজনীতিকদের কিনে নিতে পারে, অথবা দুটোই করতে পারে। পুঁজিবাদে রাজনৈতিক গণতন্ত্র যতটা নিয়মমাফিক ততটা বাস্তবিক নয়, কারণ এটা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সামাজিকভাবে যুক্ত নয়। পরিচালকমণ্ডলীতে অংশগ্রহণ শ্রমিকদের দক্ষতা, আচরণ, স্ব-মান এবং মনের ও অনুভবের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনবে তার ফলে তাদের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সামাজিক অংশগ্রহণ আরো সুদৃঢ় হবে। উদ্যোগুলির এই পরিবর্তন অনেক অর্থনৈতিক সুবিধাও নিয়ে আসবে। নিজের পরিশ্রমের ফসল (উদ্বৃত্ত/লাভ) যখন নিজে আহরণ করতে এবং বণ্টন করতে পারবে তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই আগের, যখন তারা নিজের পরিশ্রমের ফসল তুলতে পারত না, তুলনায় কাজের গুনমান সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন থাকবে নিঃসন্দেহে। শ্রমিকরাই যেহেতু কোম্পানীর মধ্যে এবং সমাজের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী পরিচালকদের (যারা তাদের সম্পদকে প্রায়শই ব্যবহার করে গোষ্ঠীগুলির থেকে মুক্তি পেতে) তুলনায় সংখ্যাগুরু ফলে সমাজের একটা বড় অংশের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের একটা মিল আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এর ফলে বায়ু জল এবং ভূমি সবরকম দূষণ কম হবার সম্ভাবনা থাকবে এবং প্রত্যেক কোম্পানীতেই দেখা যেতে পারে শ্রমিকদের শিশুদের জন্য day care কেন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের, যারা একই সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাও বটে, এই সমস্ত প্রেক্ষিতকে নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। শ্রমিক শ্রেণি যারা একই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে নিজেদের উদ্যোগগুলির পরিচালকমণ্ডলীর দায়িত্বও পালন করছে তারা তাদের কাজের পরিবর্তনের এবং আশে-পাশের গোষ্ঠীগুলোকে সেবা দেবার ব্যাপারে যে মূল্যায়ন করবে তা অবশ্যম্ভাবীভাবে পুঁজিপতি পরিচালকমণ্ডলীর মূল্যায়ন থেকে আলাদা। দক্ষতা (efficiency) সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণির অন্যতর ধারণাই নিজেদের কাজ এবং গোষ্ঠীর জন্য অন্যতর সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

অবশ্য, গণতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির মধ্যেও দ্বন্দ্ব এবং বিবাদ থাকবে, দ্বন্দ্ব থাকবে আবাসিক গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির (স্থানিক, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক) সঙ্গে। একদিকে গণতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির, অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে এবং গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যে জটিল সম্পর্ক আছে সেক্ষেত্রে আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্য তৈরি করার প্রয়োজন তখনও থাকবে। তবুও জীবন ও জীবিকার দাবিকে আন্দোলন ও আপোষের মধ্যে দিয়ে উপযোগী এবং বিন্যস্ত করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই সম্পর্কগুলো, দাবিগুলো, আন্দোলনগুলো এবং আপোষগুলো অন্যভাবে বিন্যস্ত হবে নিশ্চিতভাবে। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী উদ্বৃত্ত/লাভ থেকে উদ্ভূত সামাজিক ক্ষমতাকে নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। শ্রমিকদের সমবায় সেই ক্ষমতাকেই ব্যবহার করবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। একটা বিরাট অংশের শ্রমিকদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তার অংশও বটে, তাদের চাহিদা এবং তাদের প্রয়োজনগুলো সরিয়ে/হটিয়ে দেবে সংখ্যালঘু অংশের ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক চাহিদাগুলোকে। এর ফলে পুঁজিবাদী পরিচালকমণ্ডলীর হাতে সুযোগ ও অস্বাভাবিক সম্পদ কোনোটাই থাকবে না, যা দিয়ে তারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোকে (স্থানিক, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক) এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে যাতে তাদের অবস্থানকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব, যেটা তারা নিউ ডিল-এর সময় করতে পেরেছিল। এর ফলে আর বোধহয় কোনোদিন বাইরের রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে খাটো হতে হবে না উদ্যোগগুলির অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অনুপস্থিতির কারণে।

সংস্কার+ কৌশলের শুরু

পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বই উদ্যোগগুলির গণতান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে আংশিক হলেও উপযোগী কতকগুলি উদাহরণ আমাদের সামনে হাজির করে, যে উদাহরণগুলি সংস্কার+-এর বিষয়ও বটে। এদের মধ্যে একটা হল ক্যালিফোর্নিয়ায় বহু দশক ধরে ঘটে চলা একটা ঘটনা যা আমাদের যুক্তিকে বিশদে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে[১১]। সান ফ্রানসিস্কোর নিচে একটা উপদ্বীপ যেখানে সিলিকন ভ্যালি অবস্থিত সেখানে বেশ কিছু পুঁজিবাদী কোম্পানী (IBM, Cisco, Oracle and

[১১] সিলিকন ভ্যালির সংস্থাগুলির সম্পর্কে অসংখ্য লেখাপত্তরের মধ্যে লেখার এই অংশটির জন্য নিম্নোক্ত লেখাগুলি বিশেষভাবে উপযোগী Edwards (1999); Freiberger and Swaine (1984); and Saxenian (1994); আমেরিকার বাইরে উদাহরণের জন্য দেখা যেতে পারে Ackroyd (1985)।

so on) থেকে একগুচ্ছ কম্পিউটার সফ্টওয়্যার প্রযুক্তিবিদ চাকরী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। যথেষ্ট ভালো মাইনের চাকরীই তারা ছেড়ে দিয়েছিল। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা বলেছিল যে কী কাজ করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে সেই বিষয়ে সুপারভাইজার এবং Executive-দের নাক গলানো তারা পছন্দ করত না। স্যুট ও টাই পরে কোম্পানীগুলোর বিরাট বিরাট প্রাণহীন বাড়িগুলোতে কাজ করতে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা বারবার বলতে চেয়েছে যে এই ধরনের পরিবেশ তাদের সৃজনশীলতা, তাদের উৎপাদনশীলতাকেই শুধু নষ্ট করছে না, তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতারও যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করছে।

চাকরী ছেড়ে দেবার পর ওই ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো তাদের নিজেদের ল্যাপটপ কম্পিউটার নিয়ে কোন একজনের গ্যারেজে মিলিত হয় এবং একটা নতুন কোম্পানী তৈরি করে যেখানে সমতাই একমাত্র নিয়ম। কী কাজ করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে সেই সম্পর্কে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যৌথভাবে। তাদের তৈরি সফ্টওয়্যার বিক্রির থেকে উপার্জিত অর্থ যৌথভাবে আহরণ ও বণ্টন করে (বণ্টনের একটা অংশ তারা তাদের ব্যক্তিগত আয় হিসাবে পায়)। ব্যক্তিগত আয় ও অন্যান্য খরচ বাদ দেওয়ার পর যে নিট আয় পড়ে থাকে, যা হচ্ছে আসলে উদ্বৃত্ত বা লাভ, তা বণ্টিত হয় একটি মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সম-মতামতের ভিত্তিতে। এই জাতীয় কোম্পানীগুলিতে প্রত্যেকটি প্রযুক্তিবিদের কাজের দু'টো অংশ: (১) সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সেই সফ্টওয়্যার এর উপর কাজ করা, যা নির্দিষ্ট হয়েছে মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং (২) শুক্রবার সেই যৌথসভায় অংশ নেওয়া, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কী তৈরি হবে, কীভাবে তৈরি হবে এবং কীভাবে উদ্যোগের মোট উদ্বৃত্ত বণ্টিত হবে সেই সম্পর্কে।

এই ধরনের উদ্যোগে শ্রমিকরাই পরিচালকমণ্ডলী হিসাবে কাজ করে এবং শুধু তাই নয়, শ্রমিক-পুঁজিবাদী শোষণমূলক সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে। মার্ক্সীয় পরিভাষায় তারা তাদের উদ্যোগে পুঁজিবাদী শ্রেণি সংগঠনকে সরিয়ে একটা কমিউনিস্ট শ্রেণি সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত করে। মার্ক্সীয় ধ্যানধারণা বিস্তার এবং তার শিক্ষা আমেরিকায় যথেষ্টই ব্রাত্য। আর সেই কারণেই এই সকল প্রযুক্তিবিদ, সাংবাদিক এবং সেই সকল শিক্ষাবিদ তাদের কাজকে ব্যাখ্যা করার সময় মার্ক্সীয় শ্রেণির পরিভাষাকে ব্যবহার করতে পারেনি। বরং এই ধরনের না-পুঁজিবাদী (মার্ক্সীয় পরিভাষায়) উদ্যোগের মাধ্যমে সফ্টওয়্যার এবং কম্পিউটার প্রযুক্তিতে যে সব নতুন নতুন পরিবর্তন এসেছিল তা ব্যাখ্যা করার জন্য "Innovative Enterprise" এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার

করে। সমস্ত কাজেরই যেমন কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তাবলি থাকে, তেমনই সফ্টওয়্যার প্রযুক্তিবিদের ক্ষেত্রেও কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তাবলি আছে; এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু অনেকের মধ্যেই শ্রমিকদের এবং পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে পুঁজিবাদী বিভাজনটাকে মেনে নেওয়ার একটা প্রবণতা থাকে, আর নতুন সমাজতান্ত্রিক কৌশল বোধহয় সেটাকেই পরিবর্তনের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেয়।

এর ফলে পুঁজিবাদী সংস্থার বাইরে এই ধরনের কিছু মৌলিক পরিবর্তন যা ভবিষ্যতের আরো বড় ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের বীজ বপন করে, তাকে নতুন সমাজতান্ত্রিক কৌশল স্বাভাবিকভাবেই স্বীকৃতি দেয় ও উদ্‌যাপন করে[১২]। এর ভিত্তিতেই সরকারী সাহায্য ছাড়াও আরো কিছু রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক শর্তাবলি দাবি করতে পারে, যা এই ধরনের না-পুঁজিবাদী সংস্থার সাফল্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয়[১৩]। এই ধরনের নতুন সামাজিক কৌশল এটা দাবি করতে পারে যে, এর অভীষ্টপূরণ হলে সে এমন একটা পরিবেশ আমাদের সামনে হাজির করতে পারে যেখানে সমস্ত শ্রমিকেরই একটা নতুন স্বাধীনতা থাকবে যে, সে কোথায় কাজ করবে — পুঁজিবাদী সংস্থায় না না-পুঁজিবাদী সংস্থায়, সেটা সে পছন্দ করতে পারে। এই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য পূরিত হলে আমাদের সামনেও একটা নতুন সুযোগ তৈরি হবে। যেখানে আমরাও পছন্দ করতে পারব কোন ধরনের জিনিস কিনব — যেটা তৈরি হয়েছে প্রচলিত পুঁজিবাদী সংস্থায়, না তৈরি হয়েছে উপরিউক্ত না-পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক সংস্থায়। না-পুঁজিবাদী সংস্থাগুলোর বেড়ে ওঠার জন্য এবং পুঁজিবাদী সংস্থাগুলোর সামনে একটা

[১২] উদাহরণস্বরূপ, এটা দেখানো যেতে পারে কেন কম্পিউটার প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কারগুলো, যেগুলো প্রতিনিয়ত ভুলভাল গতিশীল পুঁজিবাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে এসেছিল সেই সব শ্রমিকদের কাছ থেকেই যারা উদ্যোগের পুঁজিবাদী কাঠামোটাকে অস্বীকার করে একেবারে অন্যরকম কিছু একটা তৈরি করেছিল।

[১৩] এখানে মডেল যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে "ছোট ব্যবসা" "সংখ্যালঘুদের ব্যবসা" এবং এইরকম আরো অনেক কিছুর টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীগুলি পূরণের জন্য আমেরিকার সরকারের কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক কৌশলের মূল প্রতিপাদ্যই হওয়া উচিত না-পুঁজিবাদী, সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবসার প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণের জন্য সচেষ্ট থাকা। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে আমেরিকার ইতিহাসে পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি যে সহযোগিতা এবং ভর্তুকি প্রতিনিয়ত পেয়ে এসেছে তার পরিবর্তন এবং তার বদলে না-পুঁজিবাদী সংস্থাগুলোকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যার প্রয়োজনীয়তা আমরা আমাদের আলোচনায় বিশদে ব্যাখ্যা করেছি। না-পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির বেড়ে ওঠার সময় পুনরায় পুঁজিবাদে ফিরে যাওয়ার প্রবণতাকে এড়িয়ে যেতে এবং কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে এ ব্যবস্থা অনেক বেশি কার্যকরী।

প্রতিযোগী অবস্থান তৈরির জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য (আর্থিক ভর্তুকি ইত্যাদি)-এর যৌক্তিকতা হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক সমাজ এই দু'টি সংস্থার কোন ধরনের সহাবস্থান পছন্দ করে।

শেষের কথা

সমাজতান্ত্রিকরা এখন এক ঐতিহাসিক সুযোগের সামনাসামনি। বেসরকারী এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্যে বারবার ঘটতে থাকা দোলাচল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মারাত্মক এই ভঙ্গুর অবস্থানকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। আজকের সংকট যত বেশি গভীর হবে ততই আরো আরো বেশি শ্রমিকরা সেই ধরনের একটা পরিবর্তনকে সমর্থন করতে চাইবে বা খুঁজতে চাইবে যা আরেকটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের দিকের পরিবর্তনকে ছাপিয়ে যেতে পারবে, ছাড়িয়ে যেতে পারবে। যা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রমাণিত vulnerability জয় করতে পারবে। ফলে সংস্থার অভ্যন্তরীণ কাঠামোর পরিবর্তনের যে আলোচনা আমরা করেছি তারা তাকে স্বাগত জানাতে পারে। আবার এই পরিবর্তনকে যদি শুধুমাত্র অন্য আরেক ধরনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিবর্তনের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়, তাহলে সেই পরিবর্তনের পক্ষের মানুষগুলোই মুখ ফিরিয়ে নেবে। বিগত ১৫০ বছরের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দুটি খুব মৌলিক সাফল্য আছে। প্রথমত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এটা সবাইকে শেখাতে সমর্থ হয়েছিল যে বেসরকারী পুঁজিবাদের সমর্থকরা যতটা ভাবতে পারে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ তার তুলনায় অনেক বেশি মানুষের প্রয়োজনের সহযোগী হতে পারে, অনেক বেশি মানবিক হতে পারে এবং সর্বোপরি সামাজিকভাবে অনেক বেশি প্রগতিশীল হতে পারে। আর এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই একটা শক্তিশালী সমালোচনা তৈরি হয় বেসরকারী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ত সমাজবাদী এই আন্দোলন কতকগুলি মূল্যবান বাস্তবসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সাহায্য করে, যা কখনই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আমেরিকার নিউ ডিল, সোভিয়েত রাশিয়া, পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক গণতন্ত্র এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এশিয়ার, ল্যাটিন আমেরিকার এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের পালাবদল[১৪]। অনেক সমাজতান্ত্রিকই তখনও বিশ্বাস করত এবং এখনও বিশ্বাস করে যে আমরা যাকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বলি সেটাই আসল সমাজতন্ত্র।

[১৪] আমি এবং আমার লেখক-বন্ধু স্টিফেন এ. রেসনিক আমরা একটি বই-এ (২০০২) খুব গভীরভাবে এবং বিশদভাবে দেখিয়েছি কেন সোভিয়েত শিল্পব্যবস্থা লেনিনের শব্দবন্ধ অনুসারে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ'-এর বাইরে বেরোতে পারেনি। দু'টো বিষয় মিলিতভাবে সোভিয়েত শিল্প ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি

প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ধারণা হল রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী পুঁজিবাদ মূলগতভাবে আলাদা এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদই হচ্ছে সমাজতন্ত্র। আমি এই ধারণার বিরোধিতা করছি, কারণ আমি মনে করি দুই ধরন; রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী, একটা জায়গায় এক। আর তা হল: শ্রমিক উদ্বৃত্ত তৈরি করে আর পরিচালকমণ্ডলী তা আহরণ করে। অর্থাৎ দুই ধরনই শেষ বিচারে পুঁজিবাদই।

১৯১৭ সালের পরে তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়ায়, ১৯৪৯ সালের চীনে এবং পরবর্তীকালে কিউবায়, ভেনেজুয়েলায়, বলিভিয়ায় এবং আরো অন্যান্য জায়গায় ঘটে যাওয়া সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং তার অর্জিত সাফল্যকে উপরিউক্ত যুক্তি কোনোভাবেই কোনো অসম্মান দেখায় না। একটা ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে, সমস্ত রকম সামাজিক প্রগতিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং নিজেদের সাফল্য এবং ব্যর্থতার থেকে পাওয়া শিক্ষায় সমাজতান্ত্রিকদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের চর্চা যদি তাদের শিক্ষিত না করত তাহলে তারা বুঝতেও পারত না শিক্ষাটি কী। এখানে আলোচিত এবং বিশ্লেষিত বিষয়টিও নির্দিষ্ট করে একটি খুব জরুরি এবং অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনকে — সংস্থার অভ্যন্তরে একটা গভীর গণতান্ত্রিক পরিবর্তন। শ্রমিক ও পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যের বিভাজন, যা শুধুমাত্র বেসরকারী পুঁজিবাদের ক্ষেত্রেই আছে তা নয়, এটা সমানভাবে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ক্ষেত্রেও। আর তার থেকে মুক্ত হওয়া হল মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এটা করার উদ্দেশ্য প্রথমত, প্রগতিশীল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী সংস্কারকে সুরক্ষিত করা এবং দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী সংস্কারকে ছাপিয়ে সমাজতন্ত্রের চিরায়ত লক্ষ্য — সমতা, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বিচার — পূরণের জন্য আরো এগিয়ে যাওয়া।

করেছিল: একদিকে ছিল ১৯১৭-এর পরবর্তী সময় অতীব কঠিন বাস্তব পরিস্থিতি এবং অন্যদিকে ছিল সোভিয়েত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধারণাগত খামতি। এই বইয়ে আমরা আরোও দেখাতে চেয়েছি যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পর্যায় থেমে যাওয়া অর্থনৈতিক পরিবর্তন কীভাবে এবং কেন সোভিয়েতের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া অন্যান্য প্রগতিশীল সামাজিক পরিবর্তনগুলোকে প্রকৃত পক্ষে খাটো করেছিল। বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তিকে এড়িয়ে যাওয়াই এই বক্তব্যের মূল প্রেরণা। অবশ্যই প্রত্যেকটি বাস্তব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকেই তার নিজস্ব অবস্থা এবং মূল্যায়নের উপর দাঁড়িয়ে এটা নির্ধারণ করতে হবে যে, কখন এবং কীভাবে এই শিক্ষাকে তারা ব্যবহার করবে যাতে করে উদ্যোগের মধ্যের র‍্যাডিকাল গণতান্ত্রিক পরিবর্তনকে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে।

গ্রন্থপঞ্জী:

Ackroyd, Stephen. 1995. "On the Structure and Dynamics of Some Small, UK-based Information Technology Firms." Journal of Management Studies 32:2, 141–161.

Baker, Dean. 2007. The United States since 1980. Cambridge: Cambridge University Press.

Berle, Adolphe A. and Means, Gardiner C. [1932] 1968. The Modern Corporation and Private Property. New York: Harcourt, Brace and World.

Burch, Philip H. 1997. Reagan, Bush, and Right-Wing Politics: Elites, Think Tanks, Power and Policy. New York: Elsevier Science.

Edwards, Chris. 1999. "Entrepreneurial dynamism and the success of U.S. High-Tech." U.S. Congress, Joint Economic Committee Staff Report, Office of the Chairman, US Senator Connie Mack (October).

Freiberger, P. and Swaine, M. 1984. Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer. Berkeley: Osborne/McGraw-Hill.

Groningen. Growth and Development Center: http://www.ggdc.net

Leicht, Kevin T. and Fitzgerald, Scott T. 2007. Postindustrial Peasants: The Illusion of Middle-Class Prosperity. New York: Worth Publishers.

Manley, John. 2003. "Marx in America: The New Deal." Science and Society 67:1 (Spring), 9–38.

Manley, John. 2008. "Theorizing the Unexceptional US Welfare State" In Paul Wetherly, Clyde W. Barrow and Peter Burnham, eds. Class, Power, and the State in Capitalist Society. New York: Palgrave Macmillan, 170–205.

McCarty, Nolan, Poole, Keith T. and Rosenthal, Howard. 2008. Polarized America: The Dance of Ideology and Unequal Riches. Cambridge and London: MIT Press.

Putnam, Robert D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

Resnick, Stephen and Wolff, Richard. 2002. Class Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR. New York and London: Routledge.

Saxenian, Annalee. 1994. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge: Harvard University Press.

United States, Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov

Westra, Richard. 2004. "Globalization and the Pathway to Sociomaterial Betterment." Review of Radical Political Economics 36:3 (Summer), 381–390.

Willis, Jonathan L. and Wroblewski, Julie. 2007. "What Happened to the Gains from Strong Productivity Growth?" Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review 92:1 (first quarter), 5–23.